দৈনিক সংবাদ

তারিখ 04 APR 1984
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

34

নতুন মেডিক্যাল কলেজ সমাচার

দেশের নতুন ৫টি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীরা অবশেষে হরতালে গেছেন। তারা ক্লাসে যাবেন না, পরীক্ষায় যাবেন না, কোন একাডেমিক কাজে অংশ নেবেন না। তাদের এ কর্মসূচী চলবে অনির্দিষ্টকালের জন্য।

বগুড়া, খুলনা, দিনাজপুর, কুমিল্লা ও ফরিদপুরের ভুক্তভোগী মেডিক্যাল ছাত্রছাত্রীরা দাবি জানাচ্ছেন তাদের বিদ্যায়তনগুলোকে প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দ্রুত কাজের উপযোগী করে তোলার। এ লক্ষ্যে তারা ১২ দফা দাবিনামাও তুলে ধরেছেন সরকারের উদ্দেশ্যে। এই ৫টি মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর 'ব্যক্তিগত উৎসাহ' ছিল, তাই বেচারা বিদ্যার্থীরা প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে চাচ্ছেন।

প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি না নিয়ে মেডিক্যাল কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শুরু করার পরিণাম যে কি হতে পারে, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে– ৫টি মেডিক্যালের ছাত্রছাত্রীদের নিরুপায় আন্দোলনই তা বলে দিচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই তড়িঘড়ি করে, অনেক লম্বা লম্বা বাক্য উপহার দিয়ে কাজ চালাবার ন্যূনতম অবকাঠামো তৈরি ছাড়াই যেভাবে এ মেডিক্যাল কলেজগুলোর ক্লাস শুরু করা হয়েছিল, তাকে বুদ্ধিমান লোকেরা ভাল লক্ষণ মনে করেননি। আমরাও তখন সবদিক বিবেচনা করে স্পষ্ট বলে দিয়েছিলাম যে, এরকম আধখেঁচড়া ধরনের মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা বাড়িয়ে কোন কাজ নেই। বরং প্রয়োজন হল চালু মেডিক্যাল কলেজগুলোর সামগ্রিক মান উন্নয়ন করা, আধুনিক সুবিধাদি যোগ করে বর্তমান বিশ্বমানের দিক দিয়ে মেডিক্যাল শিক্ষাকে একটুখানি হলেও জাতে তোলা।

সরকার এসব কথায় কান দেননি। সরকার বরং দেশের আরও ৫টি জেলায় মেডিক্যাল শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ঝাঁপ দিয়েছিলেন। কিন্তু ফল যে শুভ হয়নি, সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের ধর্মঘট তার প্রমাণ দিচ্ছে।

নতুন প্রতিষ্ঠিত ৫টি মেডিক্যাল কলেজের প্রতি প্রশাসনিক আচরণ কখনোই ভাল হয়নি। শুরুর দিকে বড় গলায় বলা হয়েছিল প্রতিটি কলেজের জন্য এত কোটি টাকা বরাদ্দ করা আছে। বরাদ্দের টাকা কি বাস্তবে পাওয়া গেছে? প্রশ্ন আরও দাঁড়ায়, টাকা হাতে এলেও কি তা খরচ করা গেছে? আর গেলেও তা কতোখানি নিয়মমাফিক হয়েছে? আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ১২ দফা দীর্ঘ দাবিনামা দেখে অবশ্য বোঝা যায়, নতুন মেডিক্যাল কলেজগুলোর অবস্থা বাস্তবে কি।

যেসব ছাত্রছাত্রী এসব অবকাঠামোহীন, শিক্ষা উপকরণহীন হয়রানিমূলক মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়েছেন, তারা মেধাবী ছাত্র। পড়াশুনোর কাজ ছেড়ে তাদেরকে এখন নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পড়াশুনোর উপযোগী করার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। এ তাদের জন্য জীবনের মর্মান্তিক ক্ষতি। এ জাতির জন্য লজ্জাকর অভিজ্ঞতা।

সরকারের উচিত, ৫টি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গত দাবিদাওয়াগুলোকে নিজেদের কর্তব্যকর্ম জ্ঞান করা এবং কবে নাগাদ, কিভাবে এগুলো করা যাবে কিংবা যাবে না, তা পরিষ্কার করে বলে দেয়া। দেশের শিক্ষা পরিস্থিতির আর কতো হতাশার ছবি আমাদের চেয়ে-চেয়ে দেখতে হবে?